সংবাদ

তারিখ 31 OCT 2002
পৃষ্ঠা 9 কলাম 2

কর্তৃপক্ষের উদাসিনতায় ২৬২ জন কলেজ ছাত্রীর উপবৃত্তির টাকা ফেরত যাওয়ার সম্ভাবনা

বরিশাল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ কলেজ কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের উদাসিনতার জন্য একমাত্র বরিশাল সদর উপজেলার ২শ' ৬২ জন কলেজ ছাত্রীর উপবৃত্তির টাকা ব্যাংক থেকে ফেরত যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্তমান সরকার উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য ছাত্রীদের মধ্যে উপবৃত্তি প্রথা চালু করেছে। বিভিন্ন শর্ত পালন সাপেক্ষে উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্য ছাত্রীদের মধ্যে মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের প্রতিছাত্রী এককালীন ৭শ' ৯০ টাকা ও বিজ্ঞান বিভাগের প্রতি ছাত্রী এককালীন ৯শ' ৯০ টাকা পাবে। বরিশাল সদর উপজেলায় ১ হাজার ৩শ' ৭০ জন ছাত্রীকে বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য বলে নির্ধারণ করা হয়। তবে অনেক ছাত্রী উপবৃত্তি প্রথার বিষয়ে অবগত না থাকায় এবং অনেকের আবেদনপত্রে নানারূপ ভুলভ্রান্তি থাকায় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উপবৃত্তির টাকা পাওয়ার তালিকায় নাম ওঠাতে সক্ষম হয়নি। সরকার নির্ধারিত ১ হাজার ৩শ' ৭০ জন ছাত্রীর উপবৃত্তি হিসেবে রূপালী ব্যাংক সদর রোড শাখায় ১৩ লাখ ২৭ হাজার ২শ' ৬০ টাকা প্রদান করে। ২০০২ সালের ১০ই অক্টোবরের মধ্যে যেসব ছাত্রী টাকা উত্তোলনে ব্যর্থ হবে তাদের টাকা ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেয়, কিন্তু বরিশাল সদর উপজেলার ২৫টি কলেজের ২শ' ৬২ জন ছাত্রীর কোন তথ্য কলেজ কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের উদাসিনতার জন্য ব্যাংকে না পাঠানোয় তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ২ লাখ ৬৫ হাজার ৬শ' ৬০ টাকা এখন ব্যাংক ফেরত দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। জানা যায়, ২শ' ৬২ জন ছাত্রীর মধ্যে বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজেরই ৮১ জন ছাত্রী রয়েছে। এসব ছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে এখন নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করছে।

এদিকে এত সংখ্যক ছাত্রীর উপবৃত্তির টাকা বিতরণ না হওয়ার কারণ অনুসন্ধানের জন্য শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা) এ কে এম মুকাদিরের নেতৃত্বে একটি তদন্ত দল বরিশাল সফর করছে।